THE POETICAL READER.
NO. II.

COMPILED

BY

JADU GOPAL CHATTOPADHYAY.

TWENTY-FIRST EDITION.

পদ্যপাঠ।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

একবিংশ সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS,
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
NO. 3, MIRZAPORE STREET.
1879

Price 4 Annas. মূল্য ।০ আনা।

অষ্টমবারের বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় ভাগ পদ্যপাঠ অষ্টমবার মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে উহাতে মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত ছিল। কঠিনবোধে সেই সন্দর্ভটি তৃতীয় ভাগে দিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে রামায়ণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই ভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কৃত্তিবাস ছন্দোবন্ধে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, বিশেষতঃ বটতলাস্থ মুদ্রাকরগণ তাঁহার বিস্তর দুর্দশা ঘটাইয়াছে; সুতরাং রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত অংশটিতে আমাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

আমি নিজের পরিশ্রম লাঘব মানসে, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পদ্যপাঠের কলেবর পুষ্ট করি নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালা কাব্যে ব্যুৎপত্তিলাভের প্রয়াস রাখেন, তাঁহা-দিগের কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার যাদৃশ উপযোগী, মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত তাদৃশ নহে।

কলিকাতা।
১১ই ফাল্গুন।
সংবৎ ১৯২৩।

শ্রী যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পদ্যপাঠ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রাতরুত্থান।

পূর্ব্বদিক নানা রঙ্গে করিয়া রঞ্জিত,
উজ্জ্বল প্রভায় রবি হয়েছে উদিত।
সুখনিদ্রায় শ্রান্তি দূরে করি জীবগণ,
দিবসের কর্ম্মে সবে নিবেশিছে মন।
কুলায় হইতে পাখী বসেছে শাখায়,
আস্বাদি সুরস ফল সুললিত গায়।
প্রফুল্ল কুসুম দলে মধু করি পান,
মধুকর গুন্ গুন্ করিতেছে গান।
নবদূর্ব্বাদল লোভে, শাবক সহিত,
ধাইতেছে গোঠ পানে ধেনু হরষিত।

সারস সরসীজলে দিতেছে সাঁতার ;
তীরে ধীরে বলাকায় খুঁজিছে আহার।
জলে, স্থলে, শূন্যদেশে, সচেতন সবে ;
শয্যায় শয়ান তুমি কেন বল তবে ?
ঈশ্বরের নিরূপিত নিদ্রার সময়,
স্ব ইচ্ছায় বৃদ্ধি করা উচিত ত নয় !
উঠ তুমি, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে,
পাঠাভ্যাসে রত হও, প্রফুল্ল অন্তরে।

মাতৃস্নেহ।

আহা ! কি আশ্চর্য্য মায়া, মায়ের অন্তরে,
জীবের মঙ্গলহেতু সদা বাস করে !
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে
যাপন এতেক কাল করেন কঠোরে।
সহেন জননী এই যাতনা সকল,
পুত্রের কমল-মুখ দেখিতে কেবল ;
যেমন সুন্দর কিছু দেখিলে নয়নে,
বিনা উপদেশে হর্ষ উপস্থিত মনে,—
সেই রূপ প্রসবিলে সন্তান জননী,
অন্তরেতে স্নেহ-রস সঞ্চরে আপনি ;

তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ,
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন ;
পীযূষ পূরিত স্তন দেন মুখে তার,
দেখিলে মলিন মুখ অখিল আঁধার ;
দিন দিন শুক্লপক্ষ সুধাকর সম,
জননীর যত্নে বাড়ে পুত্র প্রিয়তম ;
নিয়ত কুমারে রাখি সুকুমার কোলে,
সোহাগ করেন কত সুমধুর বোলে ;
কখন দেখান দীপ অতি সাবধানে,
কখন ডাকেন চেয়ে সুধাকর পানে,—
" আই আই চাঁদ আই, আই আই আরে,
মণির কপালে মোর টিক্ দিয়া যারে। "
আইলে ঘুমের কাল পুত্রে রাখি বুকে,
ধীরে শিরে করাঘাত এই কথা মুখে—
" ঘুম পাড়ানিয়া মাসি, ঘুম দিয়ে যেও,
বাটা ভরে দিব পান গাল পুরে খেও। "
সুকুমার শিশু, বসি জননীর কোলে,
প্রফুল্ল বদনে যদি ডাকে মা মা ব'লে,
শুনিলে শিশুর সেই আধ আধ স্বর,
উথলিয়া উঠে তাঁর আহ্লাদ সাগর ;
তখনি কোমল করে করিয়া ধারণ
পুলকে করেন তার বদন চুম্বন।

পাইলে সুমিষ্ট কিছু করিতে অশন,
স্তনে রাখেন তুলে পুত্রের কারণ।
এই রূপে পঞ্চ বর্ষ করিয়া পালন,
বিদ্যা শিখাইতে কত করেন যতন,
শুভদিন শুভযোগে হাতে খড়ি দিয়া,
পাঠ হেতু পাঠশালে দেন পাঠাইয়া।
সেখানে সন্তান, যদি মনোযোগ সহ
শিক্ষকের উপদেশে চলে অহরহঃ,
নিত্য নিয়মিত পাঠ করয়ে অভ্যাস,
আহ্লাদে প্রসূতি পান স্বকরে আকাশ;
কিন্তু যদি সন্ততির নিন্দা কেহ করে,
বিষম বিষাদে তাঁর হৃদয় বিদরে।
পাঠাগার হতে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়,
প্রত্যাগত ভবনেতে না হয় তনয়;
তবে পাগলিনী প্রায়, হইয়া অস্থির,
কেবল করেন তিনি অন্দর বাহির।
ব্যায়ামে, অথবা খর দিবাকর-করে,
বালকের বিন্দু বিন্দু ঘাম যদি ঝরে,
তখনি তাহারে আনি আপনার পাশ,
আঁচলে মুছায়ে মুখ করেন বাতাস।
বিদ্যা অধ্যয়ন, কিম্বা ধনের আশায়,
হৃদয়ের ধন যদি দূরদেশে যায়,

জননী শরীর মাত্র করিয়া ধারণ
রাখেন তাহার কাছে আপনার মন।
সেখানে বিপদে পড়ে যদ্যপি কুমার,
মায়ের দুঃখের আর নাহি থাকে পার।
যেমন প্রবল ঝড় উঠিয়া সাগরে,
সঙ্কুল সলিল তার তোলপাড় করে,
সেই রূপ ভাবনার প্রবল পবন
আন্দোলিত, আকুলিত করে তাঁর মন।
যতক্ষণে না পান মঙ্গল সমাচার,
কেবল রাখেন পথে চক্ষু আপনার ;
সহসা শুনেন যদি সুতের কুশল,
দর দর দুনয়নে হর্ষে বহে জল।
ভাবিয়া দেখিলে, আর নাহি হেন জন
পুত্র-হিত অভিলাষী, জননী যেমন !
এমন মায়ের প্রতি ভক্তি যে না করে,
অকৃতজ্ঞ, অধম, সে অবনী ভিতরে।

দ্বারকানাথ অধিকারী। (পরিবর্ত্তিত)

নদী।

পর্ব্বত-দুহিতা নদি ! দয়াবতী তুমি
জন্ম তব অবনীর উপকার তরে,

সুমিষ্ট সলিল তব তৃষ্ণা দূর করে,
তব জলে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় ভূমি।

যে দেশে তোমার স্থিতি, কি অভাব তথা—
কি অভাব, কৃষি যথা লভে শ্রম ফল?
শিল্প কর্ম্মে কারু যথা প্রকাশে কৌশল?
বাণিজ্য-জাহাজ সদা ভাসমান যথা?

প্রবাহিনি! তব তীরে নগরী যে সব
তোমার প্রসাদে তারা খ্যাতি লভে কত,
তুমিই মিলাও আনি পণ্য শত শত,
বাণিজ্য নহিলে কিসে তাদের গৌরব?

দয়াবতী তুমি নদি! শ্রান্ত পান্থজন
বসিয়া তোমার তটে ক্লান্তি করে নাশ;
তব জলে স্নান করি শীতল বাতাস
মৃদুভাবে করে তারে চামর ব্যজন।

জনম নিভৃত স্থলে, পর্ব্বত গুহায়;
কিন্তু নদি! কার্য্যগুণে সুনাম তোমার
ইতিহাসে গ্রন্থকার করিছে প্রচার,
উল্লাসে সুযশঃ তব কবিগণ গায়।

বৃক্ষশ্রেণী।

এই যে বিটপী শ্রেণী হেরি সারি সারি,
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি !
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয় ;
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন !
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচপ্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত !
কঠিন অপ্রিয়ভাষ করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজ-লোচন ;
ইহাদের শির' পরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্রবদনে !

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বাহ্য দৃশ্য।

ফাল্গুন মাসের দিবা অবসান প্রায়,
নগর হইতে তিন যুবা মাঠে যায়।
প্রফুল্ল বিবিধ ফুল বর্ণ সুচিকণ,
সুললিত স্বরে গান করে পক্ষিগণ ;

সুরঞ্জিত নানা রঙ্গে পশ্চিম আকাশ,
মৃদুল হিল্লোলে বহে দক্ষিণ বাতাস।
শোভা দেখি যুবাগণ, প্রফুল্ল অন্তরে,
(এই প্রথমেতে তারা নগর-প্রান্তরে);
দেখে নাই পূর্ব্বে কোন তরু, গুল্ম, লতা,
মাঠে জন্মে, শুনিয়াছে এই মাত্র কথা।
ভোজনে নিপুণ বটে অন্ন, রুটি, ডাল,
কিসে জন্মে? জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল
চিনি জন্মে ইক্ষু-দণ্ডে মূলে কিম্বা ফলে,
তুঁষ হতে বহির্গত তণ্ডুল কি কলে,—
এ সকল পরস্পর মীমাংসা করিয়া,
পরম কৌতুকে তারা যায় মাঠ দিয়া।
নানাবিধ রবি-শস্য, কলাই মসূর,
জন্মিয়াছে মাঠে আর গোধূম প্রচুর।
তাহাদের মাঝে মাঝে জন্মিয়াছে কাঁটা,
ফুল ফুটিয়াছে যাহে অপরূপ ছটা;
যুবগণ মুগ্ধমন নেহারি সে ফুল।
এক জন কহে, "দেখ শোভায় অতুল
অই শ্বেত পুষ্পগুলি; সুকোমল দলে
পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে,
নগরের কোলাহল সহিতে না পারি।"
আর জন কহে, দেখ, "আরো মনোহারী

যে ফুল ফুটেছে হোথা সোণার বরণ,
চেয়ে দেখে একবার যুড়াও নয়ন।”
তৃতীয় কহিল, “কিন্তু জিনিয়া সকলে
শোভিছে কুসুম অই সুলোহিত দলে;
সূর্য্য, অগ্নি, রক্ত বর্ণ, কিন্তু চক্ষু খরে,
নেত্র স্নিগ্ধকর জ্যোতিঃ এই ফুল ধরে।”
মতের অনৈক্য যদি, তবু মীমাংসার
স্থির এই “আর আর যত কদাকার
তৃণগুলা পূরিয়াছে মাঠ সমুদয়,
কৃষকের তুলে ফেলা উচিত নিশ্চয়।”
পশ্চাতে আছিল এক কৃষক সুবিজ্ঞ,
নগর-নিবাসী জনে জানি অনভিজ্ঞ
উদ্ভিদের পরিচয়ে, দিল উপদেশ—
“যুবাগণ! প্রশংসিলে যাদের অশেষ,
ক্ষেত্রের জঞ্জাল ওরা, অহিতের জড়,
তোলা ভার, একবার গজালে শিকড়।
কদাকার জ্ঞান করি ঘৃণিলে যাহায়,
শস্য তারা, মানবের জীবন উপায়।”
কৃষকের বাক্যে, ভ্রম করিয়া ভঞ্জন,
কহিলেক বিবেচক যুবা এক জন।
“ভুলেছি সকল দেখি বাহ্য আড়ম্বর,
যোগ্য-পাত্রে অনাদর করেছি বিস্তর,

আমাদের এই কথা মনে যেন রয়,
উপকারে আসিবেক অনেক সময়।"

শুকপক্ষী।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক মুদিয়া নয়ন
কি ভাবিছ মনে মনে? অথবা তোমার
ভাবনার বাস্তবিক আছে অধিকার;
পরাধীন বন্দীভাবে রয়েছ যখন।

পল্লবিত তরু শাখে বসিয়া থাকিতে
সুরস সুপক্ক ফল করিতে সন্ধান,
মুক্ত পাক্ষে শূন্য পথে করিতে প্রয়াণ,
হয়েছে তোমার পাখি বাসনা কি চিতে?

নিত্য নিত্য একরূপ দ্রব্য দরশনে
অসুখিত চিত্ত তব; লোহার পিঞ্জর,
সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই এক ঘর,
নিয়ত তোমার চক্ষু তুষিবে কেমনে?

স্বাধীন যখন ছিলে, প্রান্তরে, কাননে,
পর্ব্বতে, পুলিনে, কিম্বা, যথা ইচ্ছা যেতে,
মনোহর শোভা কত দেখিবারে পেতে,
কত বা আমোদ তব উপজিত মনে !

বনজাত মল্লিকার মধুর সৌরভ
হরিতে পবন যথা সতত সঞ্চরে,
মৃগকুল হৃষ্টচিত্তে যথায় বিচরে,
আর তব সহচর পাখী করে রব ;

বাসনা করেছ মনে দেখিতে সে ভূমি।
কিন্তু শুক, তব চঞ্চু নিতান্ত দুর্ব্বল
কাটিতে পিঞ্জর-তার, লোহার শিকল,
এখন পলাতে আর পার কি হে তুমি ?

নির্দয় মানব ! শুদ্ধ আত্মসুখে রত,
অলীক আমোদ হেতু দুঃখ দেয় পরে,
সুখ দুঃখ বোধ আছে সকল অন্তরে,
সবারি হৃদয়ে রক্ত মানুষের মত।

ঈশ্বরের দয়া।

ঈশ্বর কি হয়েছেন দয়ায় কৃপণ?
কার রবিশশী করে আলো বিতরণ?
কাহার আজ্ঞায় বায়ু বহে প্রতিক্ষণ?
নিশ্বাস প্রশ্বাসে যাহে বাঁচে জীবগণ!
কার সৃষ্ট জলে হয় পিপাসার দূর?
কাহার কৃপায় মাঠে শস্য সুপ্রচুর?
উৎপাদিকা শক্তি যদি না পাইত ধরা,
না পড়িত ক্ষেত্রমাঝে বরষার ধারা,
তবে কি চাষার আশা হইত সফল?
যত পরিশ্রম তার, সকলি বিফল।
রোগ জম্মে নিজ দোষে; কাহার কৃপায়
পীড়ায় কাতর জন প্রতীকার পায়?
ঔষধের দ্রব্য যদি না মিলে খুজিয়া,
কি করিবে বৈদ্যরাজ ব্যবস্থা করিয়া?
আবশ্যক দ্রব্য শুদ্ধ করিয়া বিধান,
হন নাই ক্ষান্ত সেই দয়ার নিধান;
সুগন্ধি কুসুম কেন প্রিয় দরশন?
পাখীর কাকলী কেন যুড়ায় শ্রবণ?
মৃদুল হিল্লোলে বহি মলয় পবন,
কেন প্রফুল্লতা পুর্ণ করে দেহ মন?

আবশ্যক, প্রীতিকর, পদার্থ নিকর,
সকলি স্বজিয়া, জীবে পালেন ঈশ্বর।
দয়াময় তিনি, তাঁর রাজ্যে করি বাস,
উচিত সবার, দয়া করিতে প্রকাশ।

হস্তী।

ওহে মহাকায় বলিষ্ঠ বারণ! হায়!
কঠিন নিগড় কেন ধরিয়াছ পায়?
ত্যজিয়া কাননভূমি, আলানে নিবদ্ধ তুমি,
বন্দীভাবে লোকালয়ে যাপিতেছ দিন,
কেন তুমি হীনবল নরের অধীন?

নিবিড় দুর্গম বন, তব প্রিয় স্থান;
কোন প্রাণী বলবান তোমার সমান?
অতি দর্পী ঝটিকায়, পরাস্ত মেনেছে যায়,—
হেন দৃঢ় বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়াছ কত;
পরাধীন তুমি, যার পরাক্রম এত?

যূথ সহ, ছিলে তুমি স্বাধীন যখন,
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিতে চরণ;
নামিয়া হ্রদের জলে, পদ্মবনে পদে দলে,
কোমল মৃণাল ছিঁড়ে করিতে ভক্ষণ।
সে সুখ তোমার, করি, গিয়েছে এখন!

মাঝে মাঝে দেখি তুমি সজ্জিত সুন্দর,
কি পৌরুষ হয় তাতে তোমার কুঞ্জর ?
পৃষ্ঠ দেশে আস্তরণ   বটে অতি সুশোভন
পার্শ্বভাগে বটে তব রঙ্গিল ঝালর ;
অঙ্কুশ আঘাতে কিন্তু হও হে কাতর !

কি কুহকে ভুলে তুমি ত্যজিলে কানন ?
রণে হেরে এলে কি হে নরের সদন ?
ভেবে দেখ কি কারণে,   পাশরিয়া সঙ্গিগণে,
মানুষের অধীনতা করেছ স্বীকার !—
লোভের কুহকে ভুলে এ দশা তোমার ;

মনুষ্যের শত্রু।

গহন কানন, কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে,
ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র বাস করে ;
গভীর সাগর, কিম্বা নদীর ভিতরে,
মকর, হাঙ্গর, নক্র, থাকে জলচরে ;
ভূগর্ভে বিবর-মাঝে কুণ্ডলিত ফণী ;
মেঘের তাড়িতে রয় আকাশে অশনি ,
এরা শত্রু বটে ; কিন্তু দেহের ভিতরে,
ঘোর শত্রু রিপুকুল সদা বাস করে।

ওহে পত্র, তরুবর-শরীর-শোভন!
শাখাভ্রষ্ট, ভূপতিত হয়েছ এখন;
নাহি সে শ্যামল বর্ণ, নেত্র-তৃপ্তিকর,
শুষ্ক, শীর্ণ দেহ এবে, ধূলায় ধূসর!
তোমারে দেখিয়া মনে হয় বড় ভয়,
আমাদেরো এই গতি চরম সময়।

সুপ্রসন্ন ভাগ্য তব ছিল এক দিন!
শুনাত মধুর গান পাখী শাখাসীন,
ঝরিত স্নানের হেতু শিশিরের বিন্দু,
মনোহর সজ্জা দিত সুবিমল ইন্দু,
মৃদুল বাতাস অঙ্গে করিত ব্যজন,
সে সকল সুখ তব কোথায় এখন?

স্বপদে সম্পদে যবে ছিলে অধিষ্ঠিত,
তপন তাপিত জীব তোমার আশ্রিত;
লভিত আরাম তারা শীতল ছায়ায়।
এখন যদ্যপি আসে গাছের তলায়,
তাদেরি চরণ-তলে হবে তব স্থিতি!
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সংসারে এ রীতি!

... পদ তার থাকে কিছু দিন,
সুখসেব্য দ্রব্যভোগে তুষ্ট দেহ মন,
সতত শরণাপন্ন অনুগত জন,
এ সুখ সম্পদ কিন্তু কত দিন রয় ?
তোমার সমান দশা চরম সময় !

বহুরূপীর গল্প।

বন্ধুভাবে প্রবাসী পথিক দুই জন,
ভ্রমণ করিতেছিল আরবের বন ;
মিত্রভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় যত,
নানা বাঁধে নানা ছাঁদে গল্প ফাঁদে কত ;
পরে আরম্ভিল, বহুরূপীর বিষয়,
আকৃতি প্রকৃতি তার কি প্রকার হয় ;
এক জন বলে, "এই পশু অপরূপ,
দিবাকর-কর-তলে না দেখি এরূপ ;
সরট শরীর সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায়,
মীন তুল্য শির, জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায়,
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয়,
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয়,
মন্দ মন্দ গতি, অতি সুন্দর বরণ ;
কে করেছে হেন নীল বর্ণ বিলোকন ?

আর জন বলে, " বল কেন নীল কায় ?
দূর্ব্বাদল শ্যামরূপ দেখিয়াছি তায় ;
জৃম্ভণ করিয়া আছে দেখিয়াছি তারে,
তপনের তাপে তনু তপ্ত করিবারে।
বিশ্রাম করিতেছিল করিয়া শয়ন,
কভু উন্মীলিত, কভু মিলিত নয়ন। "
" সমভাবে সকলে হেরিছি রূপ তার,
অবশ্যই নীলবর্ণ কব পুনর্ব্বার ;
দেখিয়াছি তার প্রতি করি নিরীক্ষণ,
বৃক্ষের শীতল ছায়ে করেছে শয়ন। "
" সবুজ, সবুজ, ইহা দেখিছি নিশ্চয়। "
" সবুজ কেমনে ?" ক্রোধে আর জন কয় ;
" কেন ভাই আমার কি চক্ষু নাই তবে। "
বন্ধু কন, " তাহে বড় ক্ষতি নাহি হবে,
নয়ন না করে যদি দর্শনের ক্রিয়া,
মিছা তবে কি করিবে সেই আঁখি নিয়া ! "
এরূপ বিবাদে, ঘোর বিপদ উদয়,
মুখোমুখি ছেড়ে শেষ হাতাহাতি হয়।
হেনকালে এক জন আইল তথায় ;
বিবাদের বিবরণ বলিলেক তায়।
দোঁহে কহে, " কহ যদি জান মহাশয়,
বহুরূপী শ্যামল কি নীলবর্ণ হয়। "

মধ্যস্থ বলেন, “ কর দ্বন্দ্ব পরিহার,
শ্যাম কিম্বা নীল বর্ণ কিছু নহে তার ;
গত রাত্রে এই জন্তু রাখিয়াছি ধরে,
দীপ অগ্রে দেখিয়াছি স্থির দৃষ্টি করে,
শিলা সম অতিশয় অসিত বরণ
চমৎকৃত হও কেন ? কর নিরীক্ষণ,
এখনি দেখাব তারে করিয়া বাহির ।”
বাদী কহে, প্রাণপণ, নীলবর্ণ স্থির !”
প্রতিবাদী কহে, “ কহি করিয়া শপথ.
শ্যাম বর্ণ হবে তার নহে অন্য মত ।”
মধ্যস্থ বলেন. “ শুন ওহে বন্ধুগণ,
এই দণ্ডে করি দেখ সন্দেহ ভঞ্জন ;
যদ্যপি না হয় তার তিমির বরণ,
এখনি পাঠাব তারে শমন ভবন ।”
এই কথা কহি, পশু করিল বাহির,
সবে দেখে চমৎকার ধবল শরীর !
লজ্জিত মধ্যস্থ নিজে, মৌনী বাদী দ্বয়.
এমন সময় সেই বহুরূপ কয়,
(কথনের শক্তি তদা প্রথম পাইল ।)
“ শুন বৎসগণ,” বলি কহিতে লাগিল ।
“ তোমাদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন কথা .
সত্য, মিথ্যা, দুই হয় না[illegible] অন্যথা ।

কোন বস্তু দেখে তার ব্যাখ্যান সময়,
মনে জেন, অনেকের দৃষ্টি তাহা হয়।
অতএব মনে কিছু না ভাব বিচিত্র,
সদ্ ভাবে আপনার নয়ন পবিত্র।”

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচ্ছদের গর্ব্ব।

হে ধনিন্! বৃথা তুমি হতেছ গর্ব্বিত,
বহু মূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত।
বসন ভূষণে হয়ে শোভিত সুন্দর,
অভিমান করি যদি, ওহে ধনেশ্বর,
তা হলে, অই যে শিখী করিছে নর্ত্তন,
প্রসারিয়া পুচ্ছ—কর কর বিলোকন,
কেমন বিচিত্র উহা। তব পরিচ্ছদ
ওর কাছে নহে কিছু শোভার আস্পদ।
প্রজাপতি আদি, কত শত পতঙ্গম,
তোমা হতে পরিচ্ছদ পরে মনোরম,—
বিশ্ব-শিল্পী-রচিত— এমন সাধ্য কার,
অবনীতে পরিচ্ছদ গড়ে সে প্রকার?
সজ্জিত হইয়া তুমি সামান্য সজ্জায়,
অহঙ্কার কর বৃথা, শোভা নাহি পায়!
মহামূল্য পরিচ্ছদ, রতন ভূষণ,

নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্দ্ধন!
জ্ঞান-পরিচ্ছদ, আর ধর্ম্ম-অলঙ্কার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

রজনীতে পর্য্যটন
ও
বিবিধ প্রকার মনন।

সুবিমল শশধর কিবা শোভা ধরে!
চারিদিকে অগণিত তারকা বিহরে;
যেন কোটি হীরাখণ্ড করে ঝল মল,
তার মাঝে বিরাজিত কনক মণ্ডল!
চকোর চকোরী সুখী নিরখিয়া শশী,
সুধাপানে ক্ষুধা হরে, তরু'পরে বসি।
সরোবরে বিকসিত কুমুদিনী কুল,
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল!
রাজহংস অত্যাচারে নাহি আর ভয়,
মৃণাল আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়।
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার?
দিবাগমে পুনঃ তব হবে অন্ধকার।
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে?
সময়ের গতি প্রতি বিশ্বাস কি আছে?

যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ।

জ্বলিছে খদ্যোতকুল তরু-শির' পরে,
কামিনী কুন্তলে যথা মুক্তাহার পরে ;
কেহ কেহ শূন্যে উঠে যেন পথ হারা,
বোধ হয় তারাগণে ব্যঙ্গ করে তারা।
এই আছে, এই নাই, এই আর বার,
মানবের মনে যথা আশার সঞ্চার !
কোথা বা বাঁধিয়া ঝাঁক করে ঝক্ মক্,
ধরায় পড়েছে যেন সহস্র হীরক ;
নবদূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে কখন বিরাজ,
ভূপতি আসনে যথা কনকের কাজ।
স্থিরতার অধিকার হয়েছে এক্ষণে,
নিদ্রায় চেতন হীন পশুপক্ষীগণে,
নাহি ভৃঙ্গ গুঞ্জরণ, পিক কুহু স্বর,
মূর্চ্ছ-প্রায়* স্থিরকায় নিদ্রা যায় নর ;
কেবল পেচকরাজ সহ নিশাচর,
গালি দেয় ক্রোধ ভরে হেরি নিশাকর ;
আঁধারে পুলক যার, আলোকেতে রোষ ;
তার কভু হয় শশিকিরণে সন্তোষ ?

---

* মূর্চ্ছপ্রায়—মূর্চ্ছিতের ন্যায়।

এইরূপ নানা শোভা রজনী সময়
নিরখি মানস মম মুগ্ধ অতিশয়।
রজনীতে আনন্দিত জ্যোতির্ব্বিদগণ
রজনীতে সুখী অতি কবিদের মন।
রজনীতে নিদ্রাভোগে শ্রান্তি হয় দূর;
রজনীতে স্বপ্নযোগে প্রমোদ প্রচুর,
শীতল সর্ব্বরী-গুণে সুখী সর্ব্বজনে,
কেবল বহিছে ধারা পাপীর নয়নে।
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (পরিবর্ত্তিত

কোন্ ব্যক্তি আমার বন্ধু নয়।

যাঁহার প্রসাদে পেয়ে শরীর জীবন,
আনন্দে অবনী ধামে করে বিচরণ,
ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, তেজ, সলিল, আকাশ,
প্রতিক্ষণ যাঁর দয়া করিছে প্রকাশ,
সমুদায় সুখ যিনি করেন বিধান ;
এমন ঈশ্বরে যেই নহে ভক্তিমান—
থাকুক তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি অতিশয়,
সে জন আমার বন্ধু কখনত নয়।

নিরাশ্রয় বাল্যকালে করিল পালন ;
বিদ্যা শিখাইতে কত করিল যতন ;

কায়মনোবাক্যে, শুভ করিয়া কামনা
সতত ঈশ্বর স্থানে করিছে প্রার্থনা ;
এমন জননী আর জনক স্থবির
পরুষ আচারে যার, ফেলে নেত্র-নীর—
বলুক সুকৃতী তারে লোক সমুদয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

যে দেশে লইয়া জন্ম, প্রিয় পরিজন
সহ সুখে বসতি করিছে সর্ব্বক্ষণ ;
যে দেশের বিপদেতে হইবেক ক্ষতি,
ঘটিবে মঙ্গল যার হইলে উন্নতি ;
সমস্ত পৃথিবী মাঝে মনোহর ঠাঁই,
এমন স্বদেশ প্রতি প্রীতি যার নাই—
হউক প্রাধান্য তার ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

পরিশ্রমে অপারগ, বয়সে প্রাচীন,
অন্নাভাবে শীর্ণ কায়, বদন মলিন,
চীরবাস জানুমাত্র আচ্ছাদন করে,
ভিক্ষা হেতু পথ হাঁটে কর-যষ্টি ভরে,
এমন ভিক্ষুক মুখে কাতর বচন
শুনিয়া বিরাগ ভরে ফিরায় বদন—

থাকুক অতুল তার বিভব বিষয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

আকাশ।

ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ,
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ !
এ ভব-ভবনে যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই—
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত ;
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ;
পেয়েছ এরূপ অনন্ত দেহ ;
তব অন্ত নারে বলিতে কেহ !
যে দিল তোমায় এরূপ কায়,
বারেক দেখাতে পার কি তায় ?
শ্বেত, নীল, পীত লোহিত রঙ্গে,
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে,
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে,
বাসনা আমার মানস করে ;
কোথা গেলে আমি পাইব তায়,
বল হে আকাশ বল আমায়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

নির্ব্বাসিত ব্যক্তির বিলাপ।

এখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন,
কিছুই সুন্দর আর না দেখি তেমন!
যে সকল তুষিয়াছে চিত্ত চির দিন,
কি লাগি এখন তারা হয় শোভাহীন?
প্রভাতে অথবা বেলা শেষের সময়,
রাঙ্গা রবি-ছবিখানি প্রীতিকর নয়!
নিশিতে নক্ষত্রপুঞ্জ শশীর কিরণ,
আর না বিতরে সুখ অন্তরে তেমন!
কে বলিবে যদি এর হেতু কিছু থাকে,
কাছে নাই প্রিয়জন সুধাই বা কাকে?

শ্যামল পল্লব-পূর্ণ, পুষ্পিত, ফলিত,
দেশের সে তরুগণ কি শোভা ধরিত!
ফুল ফলবান তরু এদেশেও রহে,
কি আশ্চর্য্য! একটীও সুন্দরত নহে?
বঞ্চিত বিহগকুল মধুর কূজনে,
অথবা, লাগে না ভাল আমার শ্রবণে!
সর্ব্ব জীবে সুখ দেয় এই সমীরণ,
আমার সন্তাপ শুধু করে না হরণ!
কে বলিবে যদি এর হেতু কিছু থাকে,
কাছে নাই প্রিয়জন সুধাই বা কাকে!

এই ত আবার সেই শরত্ সময়,
প্রাণী মাত্রে দেখিতেছি প্রফুল্ল হৃদয় ;
সুখের সে দিন, হায়! কোথায় এখন ?
কোথায় রয়েছি আমি, কোথা পরিজন!
প্রেয়সীর সুধামাখা সান্ত্বনা-বচন
আর কি সন্তাপ মম করিবে হরণ ?
আহা! সেই বিনোদিনী কোথা এ সময়
চারুশীলা, পতিব্রতা, মধুরতাময়!
মন-সুখে রব আমি, নিকটে সে রবে,
সে সুখের দিন, হায়, আর নাকি হবে!

আমার সে প্রিয়তম পুত্র কন্যাগণ,
প্রস্ফুটিত পদ্মসম প্রফুল্ল আনন!
না জানি কতই ক্লেশ পেতেছে এখন,
কে আর যোগাবে বল অশন বসন।
জননী তাদের, স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়!
মা বলে দাঁড়ালে কাছে ক্ষুধার সময়,
কি দিবে শিশুর মুখে ভাবিয়া আকুল,
দুঃখের সাগরে তার নাহি দেখি কূল!
ফিরে গেলে আমি, কোন দুঃখ নাহি রবে,
সে সুখের দিন, হায়, আর নাকি হবে!

কে বলে মানুষে, বুদ্ধিমান, বিবেচক,
আপনার পথে দেয় আপনি কণ্টক।
তার যদি বিবেচনা থাকে এক রতি,
তা হলে কি পাপ কর্ম্মে যায় তার মতি?
অবোধ সে বিহঙ্গম! লোভে অন্ধ মন,
বিস্তৃত বাগুরা পানে নাহি বিলোকন।
আমি যদি সেই কাজ নাহি করিতাম,
কেমন সুখেতে তবে কাল হরিতাম!
ধিক্ তারে! ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট যেই জন,
সদা অনুতাপে দগ্ধ হয় যার মন!

হে ঈশ্বর! প্রেমময় নামটী তোমার!
পাপী আমি, তাই ভয় হতেছে আমার
পীযূষ পূরিত তব নাম উচ্চারণে।
কি বলে শরণ তব লইব চরণে?
তোমার অপ্রিয় কার্য্য করেছি বিস্তর;
সকলি ত জান তুমি, কি বা অগোচর!
কিন্তু নাথ! দয়ার সাগর তুমি, ক্ষম
পূর্ব্বকৃত পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ মম;—
বিন্দু মাত্র কৃপা তারে কর বিতরণ,
সদা অনুতাপে দগ্ধ হয় যার মন।

যুদ্ধকালে রাজপুত সেনাপতির উৎসাহ-বাক্য।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ সুখ তায়!
এ কথা যখন হয় মানসে উদয়—
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয়, *
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয়;
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ,
সাজ সাজ সাজ, বলে সাজ সাজ সাজ।
চল চল চল সবে সমর সমাজ,
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার;
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার।
কৃতান্ত কোমল-কোলে আমাদের স্থান,

* আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিলে চিতোরের রাজ ভীমসিংহ তাঁহার সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এই বাক্যগুলি বলেন।

এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান।
স্মরহ ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ,
পর হিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন,
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ?
বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয় নন্দন?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই,
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই,
স্বর্গ সুখে সুখী হব, এস সব ভাই।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উষ্ট্র।

কুব্জ পৃষ্ঠ হ্রস্ব দেহ সারি সারি উট,
চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট।
কদাকার রূপ বটে, গুণে নাই ত্রুটি;
দূরগতি তুলনার নাহি যার যুটি।
প্রচণ্ড প্রতপ্ত বারিহীন মরুস্থান—
ভানুতেজে রেণু যথা কৃশানু সমান;
বহে যাহে ঘোর বায়ু কালান্তের কাল,
জগতে পদার্থ হেন কি আছে ভয়াল?
পরশনে তনু জ্বলে ইন্ধন সমান,

ক্ষণমাত্রে ওষ্ঠাগত ছট ফট প্রাণ !
(হায় ! যেই ভূতশ্রেষ্ঠ জগতের প্রাণ,
যে হয় সুরভিঘ্রাণ-প্রদান-নিদান ;
জীবগণ জ্বর জ্বালা শ্রান্তি ক্লান্তি হর,
মলয়-অচলে যেই রহে নিরন্তর ;
তার পুনঃ একি ভাব ? স্মরণেতে ভয় !
পরশনে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয় !)
হেন ভীম প্রভঞ্জন-প্রভাব-প্রদেশ,
ছায়া, জল, তৃণ দল নাহি মাত্র লেশ ;
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা মৃত্যুর কিঙ্করী ;
মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী—
হেন দেশে অনায়াসে ভ্রমণে নিপুণ !
পশু মধ্যে উট তুল্য কার আছে গুণ ?
নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ,
তিন দিন নিরম্বু উপোষে নাহি ক্লেশ !
অতি দূরে প্রান্তরের থাকে জলাশয়,
সেই দিগে ধায় যদি পান ইচ্ছা হয়।
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে ;
দূরে থেকে বারিগন্ধ নাসাতে প্রকটে !
আর এক অম্বুজ্ঞান অতি চমৎকার !
না হইতে সিরকোর * প্রবাহ সঞ্চার ;

---

* মরুভূমিতে প্রবাহিত এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু।

জানিয়া আগত তায়, মুদিয়া নয়ন,
চরণ প্রসারি করে ধরায় শয়ন ;
যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয়,
ততক্ষণ স্তব্ধভাবে ধরাসনে রয় ;
বহিয়া যাইলে বায়ু জানিয়া সময়,
পূর্ব্বমত প্রয়াণে প্রবৃত্ত পুনঃ হয় ।
হায় হেন কুৎসিত আকারে এই মত
অপ্রতিম অসীম সদ্‌গুণ থাকে কত !

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শিশুর উদ্যান ভ্রমণ ।

দেখ মা বাগানে আজি কি শোভা সুন্দর !
যে দিকে ফিরিয়া দেখি, নয়ন যুড়ায় ;
নব কিশলয় দল, পল্লব নশ্বর,
শোভিত করেছে কিবা তরু লতিকায় !

ডালে ডালে দেখ কত কুসুম-বিকাশ !
বর্ণ-ভাতি নহে মাত্র সম্পত্তি এদের ;
নাসিকার তৃপ্তিকর বিতরিছে বাস,
মধু দানে হরিতেছে ক্ষুধা ভ্রমরের ।

শোন মা ! চম্পক বৃক্ষে বিবিধ বরণ
বিহঙ্গ বসিয়া কিবা কলরব করে ;
থেকে থেকে কুহু কুহু কোকিল-কূজন
সুধা বরষিছে যেন শ্রবণ বিবরে !

চল মা বকুলতলে, বসিগে ছায়ায় ।
মুখরিত তরু আজি মধুপ-ঝঙ্কারে !
স্ফুটিত কুসুম কত পড়েছে তলায়,
কুড়িয়া লইব আমি মালা গাঁথিবারে ।

কিন্তু মা ভগিনী কোথা ? কুসুমের হার
চিকণ গাঁথিতে যাঁর কতই যতন !
উদ্যানে আসিলে এই আয়াস তাঁহার,—
মালা দিয়া মা তোমায়, লভিতে চুম্বন ।

সুখদ হিল্লোলে বহে দক্ষিণ বাতাস,
আনন্দে বিহঙ্গগণে করে কলধ্বনি,
নানা বর্ণে পুষ্পকলি পেয়েছে প্রকাশ,
এ সুখ-সময়ে, মাতঃ, কোথায় ভগিনী ?

কেন মা মলিন-মুখে সজল নয়নে
কাতর উত্তর দানে ? ভগিনী কি আর

সঙ্গে যাঁহি আসিবেন উদ্যান ভ্রমণে ?
দেখিতে ও তাঁরে কি, না পাব পুনর্ব্বার ?

মা বাছা ! বলিতে কথা বিদরে হৃদয় !
সংসার-ললাম সেই কুসুম শোভন,
কোরক সময়ে, কাল-কীট নিরদয়
ছেদিয়াছে বৃন্ত তার, হরেছে জীবন !

দ্বাদশবর্ষীয় রাজপুত বালকের শৌর্য্য।

একতায় হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন ?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্য ঠাট
যেন পঙ্গপাল দল, ছাইল সকল স্থল
কিবা মাঠ, কিবা ঘাট বাট।
রাজপুত সেনানী হাজার,
পদাতিক চারি গুণ তার,
শত্রু সংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ রণ
কতক্ষণ করিবেক আর ?

অরুণ উদয়ে তারাগণ
একে একে অদৃশ্য যেমন,
সে রূপ ক্ষত্রিয় গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন।
বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রু শির,
শরাঘাতে জর জর, শক্তি শূন্য কলেবর,
পরিশেষে পতিত শরীর।
চিতোরের সেনানী প্রধান
গোরানামে খ্যাত মতিমান,
বিনাশি সহস্র অরি, খর শর-শয্যা করি,
ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ!
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর,
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব ধীরত্ব ধাম
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
চপলার প্রায় যথা তথা
অতি বেগে ধায় মহারথা;
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা!
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিছে একেশ্বর;

নাহি স্থান নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে যবন নিকর।
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে,
মুখে শব্দ মার মার, বাদলের চারি ধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্য দলে ;
বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়,
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত খান,
অবিরত পড়িছে ধরায়।
হেন কালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন,
তিমিরে পূরিল বিশ্ব কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সৈন্যগণ।
একে শরাঘাতে হত-বল,
তাহে ক্ষুধা তৃষায় চঞ্চল ;
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে,
কাতর হইল সৈন্য দল !
বীরশিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া,
জীবনাশা পরিহরি, এক দিগ্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া।

ব্যূহ ভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়,
অতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায়।
হেরি পুর-বাসিনী সকলে
হায়! কি হইল! সবে বলে,
বাদলের মাতা আসি, নয়নের জলে ভাসি,
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে।
কতক্ষণ গতে এ প্রকারে,
মোহ ত্যাগ করায় তাহারে,
প্রকাশি নয়নাম্বুজ, প্রসারিল দুই ভুজ
জননীর কোলে যাইবারে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্তোত্র।

জয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান,
জয় জয় ভবপতি!
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ—
তোমাতেই থাকে মতি।
অখিল সংসার [illegible] তোমার,
[illegible]

প্রকৃতি অপরূপ, হেরে তব রূপ,
বিমোহিত হয়ে থাকি।
আকাশ সাগর, গহন শিখর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে,
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে।
পৃথিবী সলিল, অনল অনিল,
রবি শশী গ্রহ তারা,
নিয়ম তোমার করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তারা,
কুসুম-কেশরে ভ্রমর বিহরে
সুখে করে মধুপান;
নানা রাগ ভরে গুন্ গুন্ স্বরে
করে তব গুণ গান।
কোকিল কলাপ মধুর আলাপ
করিছে, ধরিছে তান;
শুনে যায় ক্ষুধা; তাহাতে কি সুধা
ক্ষরিছে, হরিছে প্রাণ!
যতেক খেচর লয়ে সহচর-
সহচরী সহ চরি।
বসি তরু'পরে কলরব করে
মরি মরি আহা মরি!

কভু বনে চরে বিমানে * বিহরে
কভু স্থলে করে খেলা ;
নিজ নিজ ঝাঁকে পাখী থাকে থাকে
করিতেছে যেন মেলা ;
উদর ভরিয়া আহার করিয়া
প্রীত হয়ে গীত ধরে,
কি কহিব আর সে গানে তোমার
মহিমা প্রচার করে !
শাখিশাখা যত ফল ভরে নত,
চরণে প্রণত তারা ;
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে—
দর দর প্রেম-ধারা। †
যে পেয়েছে আঁখি দেখিতে কি বাকি
কিছু আর তার আছে ?
মহিমা তোমার, প্রকট ‡ প্রচার,
সদা রয় তার কাছে।
ওহে ভবধব ! কি করিব স্তব,
মানস তিমির হর ;

* বিমান শব্দের প্রকৃত অর্থ দেবতাদিগের শূন্যমার্গগামী রথ ; কিন্তু বাঙ্গালা পদ্যে ইহা প্রায়ই শূন্যমার্গ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। † প্রেম-ধারা——প্রেমাশ্রু ধারা।

‡ প্রকট—সুস্পষ্ট।

অজ্ঞান নাশিয়া,   তত্ত্বজ্ঞান দিয়া,
আমারে কৃতার্থ কর !
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। (পরিবর্ত্তিত)।

হরিণ।

প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লয়ে থালা—
পূরিত উদ্যান-সার সু-রসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা;

চিত্রিত চিকণ চর্ম্ম, সুন্দর গঠন,
মৃগশিশু বাঁধা তথা ভালবাসা তার,
স্বহস্তে সে প্রিয়পাত্রে অর্পিতে আহার,
আপনি আসিল বালা উল্লাসিত মন।

সমুখে রাখিয়া থালা, মৃদুমধু স্বরে
কহিল কুমারী তারে, "ভয় কি তোমার—
চিরশত্রু সিংহ, কিম্বা ব্যাধ দুরাচার,
সাধ্য কি হেথায় তব অপকার করে ?

ব্যথিত কপোল তব বৃথা রোমন্থনে,
আহার করিলে পুনঃ হইবে সবল ;
এনেছি তোমার তরে সুমধুর ফল
রসনার তৃপ্তি যার হবে আস্বাদনে !

উপাদেয় ফল আমি দিতেছি তোমায়,
উদ্যানে যতনে মালি এর বৃক্ষ পালে,
সমুদায় শাখা তার ঘেরা আছে জালে,
কত পাখী লোভে পড়ি বদ্ধ হয় যায়।

এই দেখ সেই ফল থালায় প্রচুর,
পশ্চাতে আনিয়া দিব সুশীতল জল,
স্ফটিকের মত যার বরণ বিমল,
সুবাসিত করে যারে সুগন্ধি কর্পূর।

কুমারীর কথা শুনি চকিত হরিণ
এক দৃষ্টে তার প্রতি করে বিলোকন;
বাক্‌শক্তি বিরহিত—কিন্তু যা মনন
প্রকাশ করিল তার নয়ন সুদীন।

"বিমুক্ত বন্ধন-রজ্জু কর দয়াশীলে,
দয়া প্রকাশিছ বটে খাদ্য আহরণে,
চির দিন কিন্তু মোর থাকিবেক মনে,
আমার প্রার্থিত এই দয়া প্রকাশিলে।

করহ কুমারি গল-রজ্জুর ছেদন,
কাননের পশু আমি চরি গে কাননে,

উদ্যানে যতনে লব্ধ ফল আস্বাদনে,
কর্পূর-বাসিত জলে নাহি প্রয়োজন।

উচ্চশির তরু যথা লতার আশ্রয়
বিস্তারি বিশালবাহু সূর্য্য করে ঢাকে;
ফলভারে সমুন্নত যথা তৃণ পত্র থাকে;
আমাদের উপাদেয় খাদ্য তথা রয়;

সরল মৃণাল লোভে যে নদীতে চরে,
প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে শোভে যার বেণী,
অনুগত সদা তটে বলাকার শ্রেণী,
তার জলে আমাদের তৃষ্ণা দূর করে।

ব্যাধ-বাণে, সিংহদন্তে, করিনাকো ভয়;
ছেড়ে দেও, বনে আমি করি বিচরণ,
জন্ম নিলে ঘটিবেক অবশ্য মরণ,
পরাধীন থাকা চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ হয়!”

চিন্তাকুল যুবা।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল,
সন্ধ্যা রবি-ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল;
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান,
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান;

বিচিত্র গগনময় [illegible] ঘটা,
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা।
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন,
শীতল শরীর, সেবি মলয় পবন।
হেন সন্ধ্যাকালে, যুবা পুরুষ নবীন
ভ্রমিছে নদীর কূলে একা এক দিন।
ললাটের আয়তন সুচারু বরণ,
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ;
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়,
সুরপুরবাসী বলি ভ্রম উপজয়;
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে,
পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে।
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন।—
"দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার,
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার।
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার
তাপিত হতেছে এত দহনে তাহার?
চারি দিকে এই সব জগতের শোভা
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা।
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল;
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল;

এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর ছটা
সোণার পাতায় যেন সিঁদুরের ঘটা ;
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল, এই নদী জল,
মণ্ডিত লোহিত রবি-কিরণে সকল ;
নিরানন্দ, রসহীন, সকলি দেখায়,
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়।
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান,
জানায় জগতে জনে রবি অস্ত যান ;
উদ্ধ পুচ্ছ গাভী অই পাইয়া গোধূলি
দাইতেছে ঘর মুখে উড়াইয়া ধূলি ;
কৃষক, রাখাল আর গৃহী যত জন,
সেবিয়া শীতল বায়ু, পুলকিত মন।
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল,
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল,
ত্যজি গৃহ-কারাগার এনু নদী-তটে,
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে,
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়,
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায় !
চিন্তা-বিষে মন যার জ্বরে একবার,
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদুঃখ হেতু অশ্রুজল।

কিবা শোভা পায় মণি নৃপতি-কুণ্ডলে!
কিবা শোভে মুক্তাহার কামিনীর গলে!
শিশির সুন্দর কিবা কমলের দলে!
কি শোভে নক্ষত্রকুল নীল নভস্তলে!
কিন্তু পরদুঃখ হেতু নয়নের জলে,
চারুতায় পরাজয় করে এ সকলে!

রামের বন গমন।

করেন কৌশল্যা দেবী দেবতা পূজন,
পুত্রের মঙ্গল হেতু অতি হৃষ্ট মন!
হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে,
আশীর্ব্বাদ করে রাণী মনের আনন্দে।
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান,
সুপ্রসন্ন রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ,
ভুঞ্জ নানাবিধ সুখ, হও চিরজীবী,
চিরকাল রাজ্য কর, পালহ পৃথিবী,
সেবিলাম শিবশিবা-চরণ কমলে,
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্য ফলে।
রাম বলিলেন, মাতা, হর্ষ কর কিসে,
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈব দোষে।

তুমি, আমি, সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ,
শোক-সিন্ধু-নীরে আজি মজে চারি জন।
ভীত হই তোমারে কহিতে সবিস্তর,
কমলা নিদয়া অতি আমার উপর।
ভরতেরে রাজ্য দিতে কেকয়ীর মন,
আমারে অযোধ্যা ত্যেজি যেতে হল বন।
শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত ;
ছিন্ন-মূলা লতা, হায় যথা ভূ-পতিত!
কৌশল্যাকে ধরি তোলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
বহুক্ষণ পরে তাঁর হইল চেতন!
চেতনা পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে,
সকল বৃত্তান্ত সত্য কহত আমারে।
শ্রীরাম বলেন, মাতঃ দৈবের ঘটন,
বিমাতার দোষ নাহি, বিধির লিখন!
পিতৃ-সেবা বিমাতা করিল বারে বার,
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার ;
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে,
শুনিয়া বিমাতা, বর এইরূপে মাগে,—
এক বরে, ভরতে করিবে দণ্ডধর,
আরে, বনে রব আমি দ্বিসপ্ত বৎসর
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে,
বাজিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে ;

তিতিল নিচোল তাঁর নয়নের জলে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাণী রাম প্রতি বলে ;
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন,
সে নারী কেমনে আর ধরিবে জীবন !
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী,
চণ্ডালী হইল মোর কেকয়ী সতিনী।
ঘটাইল প্রমাদ সতিনী পাপীয়সী,
রাজারে কহিয়া তোমা করে বনবাসী।
পূজিলাম কত শত দেব দেবীগণে,
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে ?
এত যত সূর্য্যবংশে রাজা জন্মেছিল,
বল দেখি নারী বাক্যে কে হেন করিল ?
অযশঃ রাখিল রাজা নারীর বচনে,
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে ?
স্ত্রী-বাক্যে যে জন বনে পাঠায় সন্তানে,
এমন পিতার কথা না শুনিও কাণে !
লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি,
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি ?
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পায় সবে ইহা ঘোষে,
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে ?
আগে রাজ্য দিয়া, পরে পাঠান কাননে,
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে !

যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার,
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্য ভার।
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল;
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কেকয়ী কেবল।
যদি রঘুনাথ, আমি তব আজ্ঞা পাই,
ভরতে খণ্ডিয়া, রাজ্য তোমারে দেওয়াই;
আমি এই আছি রাম তোমার সেবক,
আজ্ঞা কর, ভরতের কাটিব কটক!
তুমি আমি যদি পুরি ধনুকে সন্ধান,
কোন্ জন রণে তবে হবে আগুয়ান্?
কৌশল্যা বলেন, রাম, কি বলে লক্ষ্মণ?
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন?
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার,
ভরতের করে দেহ সব রাজ্যভার।
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন,
দেশে থাক বাছা তুমি যেওনাকো বন।
মায়ের বচন লঙ্ঘ, পিতৃ বাক্য ধর;
পিতা হতে মাতা তব অতি মহত্তর!
গর্ভে ধরি দুঃখ পায়, স্তন দিয়া পোষে,
হেন মাতৃ আজ্ঞা, রাম, লঙ্ঘ তুমি কিসে?
বাপের বচন রাখ, লঙ্ঘ মাতৃ বাণী,
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি।

শ্রীরাম বলেন, মাতঃ, শুন এক কথা,
পিতা অতিশয় মান্য, তোমার দেবতা!
সত্য না লঙ্ঘেন পিতা, সত্যেতে তৎপর,
মম দুঃখে পিতা অতি অন্তরে কাতর।
পিতৃ সত্য আমি যদি না করি পালন,
বৃথা রাজ্য ভোগ মম, বৃথা এ জীবন।

*　　*　　*　　*

আকিঞ্চন করেন লক্ষ্মণ অতিশয়,
শ্রীরাম বলেন, ভাই, উহা ভাল নয়;
যত যত্ন কর তুমি রাজ্যে থাকিবারে,
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে।
প্রবোধ না মানে, কাল সর্প যেন গর্জ্জে,
সুমিত্রা-কুমার বীর ঘন ঘন তর্জ্জে।
ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহি চারি ভিতে,
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে;
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী?
রাজ্যভোগ ত্যজি, ফলমূল অভিলাষী?
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম;
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ, সেই তার ধর্ম্ম;
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বন বাস?
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য আশ?
সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি,

তার বাক্যে রাজ্যত্যাগ কোথাও না শুনি।
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন,
তুমি বনে গেলে পিতা ত্যজিবেন প্রাণ।
এই শোকে পিতা মাতা ত্যজিবে জীবন,
পিতৃ মাতৃ হত্যা তুমি কর কি কারণ?
অকারণে ধরি এ আজানু বাহু দণ্ড,
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড,
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল,
আজ্ঞা কর, ভরতেরে করিব নির্ম্মূল।
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পাদ!
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ?
শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ,
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ;
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ,
বিধাতা নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ?

* * * *

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে,
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা অন্বেষণে;
শ্রীরাম বলেন, সীতে, নিজ কর্ম্ম দোষে,
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে,
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস,
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিতার আশ্বাস।

চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে,
তাবৎ মায়ের সেবা কর এক মনে !
জানকী কহেন দুখে হইয়া নিরাশ,
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস ?
তুমি সে পরম গুরু, তুমি সে দেবতা,
তুমি যাও যথা নাথ, আমি যাই তথা।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি,
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি।
প্রাণনাথ ! একা কেন হবে বনবাসী ?
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী।
বনে নাথ ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে,
দুঃখ পাসরিবে, যদি দাসী থাকে পাশে।
যদি বল, সীতে, বনে পাবে নানা দুখ,
শত দুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ।
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি।
রাম বলিলেন, শুন, জনক দুহিতা,
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতা,
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস,
নারী হয়ে কেন এত করিছ সাহস ?
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মন সুখে,
ফল মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ?

তোমার সুসজ্জা, শয্যা পালঙ্ক কোমল,
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ-কমল,
তুমি আমি বনে হব বিকৃত আকৃতি,
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে, হেন বুঝ মনে ;
এই কাল গেলে, সুখে থাকিব দুজনে।
চিন্তা না করিহ কান্তা ক্ষান্ত হও মনে,
ভীষণ রাক্ষস গুলা আছে সেই বনে।

রামের বচনে জানকীর ওষ্ঠ কাঁপে ,
কহেন রামের প্রতি কুপিতা সন্তাপে।
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়,
বীর বলে কেন লোকে বাখানে তোমায় ?
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে,
দেখ তারে বীর বলে কোন ধীর জনে ?
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে,
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তব সহ থাকি যদি ধূলা লাগে গায়,
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়।
তব সহ থাকি যদি পাই তরু মূল,
রম্য অট্টালিকা নহে তার সমতুল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন,
তব রূপ নিরখিয়া করিব বারণ !

রাম বলিলেন, সীতে, বুঝিলাম মন,
একান্ত আমার সঙ্গে যাবে তুমি বন!
বিবাহ করেছি, দারা রক্ষিবারে পারি,
ধিক্ তারে! যে জন না রক্ষে নিজ নারী!

রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড

সীতা হরণে রামের বিলাপ।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে;
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে,
তোলা পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর,
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর।
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে?
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা?
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা!
বলেন শ্রীরাম, শুন, সকল দেবতা,
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন,
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি,
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি,*
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী,
একাকিনী শূন্য ঘরে রাখিয়া জানকী ?
আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ,
কোথায় রাখিয়া এলে মম ভাগ্যধন ?
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই ?
আর বুঝি জানকীর সাক্ষাৎ না পাই।
শুনরে লক্ষ্মণ, সেই সোণার পুতলি,
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি ?
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর,
হিংস্র জন্তু কত শত, কত নিশাচর,
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্টে পাড়ে বা প্রমাদ,
কি জানি রাক্ষস গণে সাধিলে কি বাদ।
এই বন দুষ্ট জন রাক্ষসের থানা,
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমার আছে জানা!
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল,
ভাগ্য দোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল!
এই মতে কহিতে কহিতে দুই ভাই,
বায়ুবেগে চলিলেন, অন্য জ্ঞান নাই।

* সীতা-জানি—সীতাপতি।

উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বার,
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বার।
শূন্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন, অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।
শ্রীরাম বলেন ভাই, একি চমৎকার!
সীতা বিনা সকলি যে দেখি অন্ধকার;
তখনি বলিনু ভাই, সীতা নাই ঘরে,
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর,
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।
গিরিগুহা দেখেন, মুনির তপোবন,
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ,
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ,
পুনর্ব্বার যান তথা ব্যাকুলিত মন।
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার,
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্যপশুপাখী!
রামের আশ্রমে আসি মুনি ঋষিগণ,
নানা মত কহে সবে প্রবোধ বচন।

শোকেতে অধীর, শান্ত না হন শ্রীরাম,
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে,
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে ;—
ভুলিতে না পারি, সীতা মনে সদা জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়,
গেলেন জানকী, নাহি জানায়ে আমায়।
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ?
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ?
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা—
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে ;
কেকয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে !

সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে।
কনক-লতার প্রায় জনকদুহিতা,
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা?
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ •
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ ;
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার।
দশ দিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে,
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনা আমি যেন মনিহারা ফণী।
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান,
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান ;
তাহার উচিত ফল দিলা হে আমারে,
গুণময়ী প্রিয়া মম দিলে তুমি কারে?
শুন পশু মৃগ পক্ষি, শুন বৃক্ষ লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা?

রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

সন্ধ্যা।

সমাগত সন্ধ্যা, রবি বিলীন আকাশে,
মলিনমনে ধরণী ধূসর বাস পরে,
পুরনারী শঙ্খধ্বনি করিয়া উল্লাসে,
দীপ জ্বালি মঙ্গল আরতি করে ঘরে।

ধীরে ধীরে সুখস্পর্শ সঞ্চরে সমীর,
কভু তরঙ্গিণী বক্ষে তরঙ্গে নাচায়,
কভু মৃদু সঞ্চালিত করি তরুশির,
প্রমদা-অলকগুচ্ছ ঈষৎ দোলায়।

আধ বিকশিত যূথি মল্লিকা মালতী,
যতনে যুবতী হার গাঁথিয়াছে তায়,
কৌতুকে পরিছে কণ্ঠে কোন কলাবতী,
কেহবা কবরী বেড়ে রাখিছে মাথায়।

মনঃ ক্ষোভে খাদ্য লোভ সম্বরি বায়স,
নীড় লক্ষ্যে দ্রুত পক্ষে উড়িছে সত্বর;
আঁধারে মুদিতচক্ষে বঞ্চিয়া দিবস,
পেচক কর্কশকণ্ঠ ত্যজিল কোটর।

কুঞ্জবন-গায়ক বিহঙ্গ কলাবৎ
বিরত সঙ্গীতে; সুর রাখিতে বজায়,

প্রভাতি-সঙ্গীত, পাখী না ধরে যাবৎ,
সাধ পুরে তানপূরা ঝিঁঝিঁতে বাজায়।

পদ্মবন মুকুলিত দেখিয়া ভ্রমর,
মকরন্দ লোভে ধায় কেতকীর বনে,
রজে অন্ধীভূত আঁখি, কণ্টকে কাতর,
ফিরে যায়, ধিক্ মেনে পাপ-প্রলোভনে।

নিশা-সখী কুমুদিনী মেলিল নয়ন,
দেখিবে প্রমোদে কিবা শোভে শশধর,
কিবা ঝিকি মিকি জ্বলে তারা অগণন
ঈর্ষ্যায় আকুল কোরে খদ্যোত-অন্তর।

কর্ম্মস্থল হতে নর আগত আলয়,
শ্রম খিন্ন দেহ ভার করিয়া বহন,
বিমল আনন্দ তার অন্তরে উদয়
প্রাঙ্গণেতে পদক্ষেপ করিছে যেমন।

অভিনব অরবিন্দ প্রফুল্ল আনন,
ধাইয়া সোহাগে শিশু বাহু পসারিয়া
কোলেতে উঠিছে তার লভিতে চুম্বন,
অভাগা যতেক ক্লেশ যেতেছে ভুলিয়া!

নীরব অবনী, স্তব্ধ জীব সমুদয়,
চঞ্চল হৃদয় স্থির হইল এখন,

ধীরে ধীরে স্মৃতিপথে আসিয়ে উদয়,
পাশরি সকল স্নেহ গিয়েছে যেজন।

প্রতিবাসী, দাস দাসী, বন্ধু পরিচিত,
সকলে অনেক দিন ভুলে তারে গেছে,
রয়েছে মূরতি হৃদি-পাষাণে অঙ্কিত,
সুধু তার, মর্ম্মে যার শেল বিঁধিয়াছে।

স্মরি পুত্র-কমনীয় বদন মণ্ডল,
জননী হৃদয়ে শোক-তরঙ্গ উথলে,
বিরলে বিধবা বসি ফেলে নেত্র জল,
যে তারে বাসিত ভাল সে গিয়েছে চলে

বণিকের বিত্তরাশি করিয়া বহন,
নদী জল বিলোড়িয়া তরি চলে যায়,
ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় পড়িছে কেমন,
সম স্বরে কর্ণধার সারি গীত গায়।

তটস্থিত কুটীরের হরিয়া আঁধার,
মৃদু প্রদীপের আলো পড়িয়াছে জলে,
বহু দূরে প্রভা তার হতেছে বিস্তার,
সুকার্য্যের দীপ্তি হেন হয় ধরাতলে।

দেবালয়ে নিনাদিত হতেছে কাঁশর,
যে বলে বলুক অই কাঁশরে কর্কশ.

আমার নিকটে উহা শ্রুতি সুখকর,
হৃদয়েতে আবির্ভাব করে শান্তরস।

জ্ঞানী নই, পাই নাই পরমার্থ জ্ঞান,
বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিনি না চিন্ময়ে,
আস্তিকের, নাস্তিকের, শুনিনি প্রমাণ,
জানিনা কি লেখে তন্ত্র পুরাণ নিচয়ে।

জানি এই, যোগী যাঁরে ধিয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেবে সায়াহ্ন সময়ে
সুখী হই, ভক্তিভাবে হৃদে আরাধিয়া!

সুখ-স্থান।

(ইংরেজি হইতে অনুবাদিত।)

মাতঃ! সুখ-স্থান কথা শুনি তব মুখে,
বল তুমি তথায় সকলে থাকে সুখে;
কোথা মা আনন্দময় সে সুখের ঠাঁই?
এই দুঃখ-ভূমি ত্যজি, চল তথা যাই।
হ্যাগো, প্রস্ফুটিত যথা কমলার * ফুল,
বৃক্ষ' পরে ক্রীড়া করে খদ্যোতের কুল;
সেই দেশে সুখ-স্থান আছে কি জননি?
"তথা নয়, তথা নয়, ওরে যাদুমণি।"

* কমলালেবু।

দীর্ঘপত্রধর যথা শোভে তরু তাল ;
রবি-তাপে পাকে যথা খর্জ্জুর রসাল ;
অথবা সাগরস্থিত দ্বীপশ্রেণী মাঝে,
চারু দারুচিনি-তরু যথায় বিরাজে,
চিত্রিত পতত্র ধারী, প্রিয়দরশন
বিহঙ্গমগণ যথা করে বিচরণ ;
সেই দেশে সুখ-স্থান আছে কি জননি ?
"তথা নয়, তথা নয়, ওরে যাদুমণি।"

তবে কি সে স্থান মাতঃ দূরতর অতি,
স্বর্ণ রেণু লয়ে যথা বহে স্রোতস্বতী ;
প্রকাশিছে প্রভা যথা পদ্মরাগ মণি ;
হীরকের আলোকেতে উজলিছে খনি ;
প্রবাল খচিত সিন্ধু-তটে শোভাকর,
পড়ে আছে শুক্তি যথা মুকুতা-আকর ;
সেই দেশে সুখ-স্থান আছে কি জননি ?
" তথা নয়, তথা নয়, ওরে যাদুমণি। "

বাছা ! চক্ষু অগোচর সেই রম্য স্থান ;
কর্ণ শুনে নাই তার আনন্দের গান ;
অনুভবে শোভা তার স্বপনেও হারে ;
রোগ, শোক, সেই স্থানে প্রবেশিতে নারে।

অধিকার নাহি পায় কাস ধ্বংসকর,
ঊর্দ্ধে স্থিত স্থান সেই মেঘের উপর ;
পুণ্যাত্মা-আশ্রম যথা ত্যজিলে ধরণী,
সেই রম্য সুখ-স্থান ওরে বাহুমণি ;

প্রবাসীর আপন গৃহস্থলী বর্ণন।

কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়,
সম্মুখে বাহির দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট ; *
উহার একটী ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে
ভ্রমে হংস হংসী অবিশ্রামে !
যাইতে মানস সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উদ্যানে একটী চারু, শিশু পারিজাত তরু,
বায়ু কোলে হেলে পুষ্প হাসে।
বহু যত্নে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুত সম তেঁই ভাল বাসে !

---

* ঠাট—ক্রীড়া।

উঁচা ভূমি এক ধারে, গিরি সম দেখিবারে,
নীলবর্ণ গিরি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী যত, চারিধারে শোভে কত,
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে।
মাধবী মণ্ডপ'পরে, কুরুবক শোভা করে;
ফুল গন্ধে ছোটে অলিকুল।
লতা পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটী আছে দাঁড়—
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
ঝুনু ঝুনু বাজে তার বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে।
এবে উহা শূন্য প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কখনো দিবস অবসানে।

* * * *

সর্ব্ববাদী সম্মত স্তোত্র।

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
সর্ব্ব দেশে পূজ্য তুমি সকল সময়,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিবা সাধু সদাশয়,
কেহ বা যিহোবা, যোব, কেহ প্রভু কয়।

অনাদি কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত;
এই মাত্র জানি আমি, তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি, নাহি জ্ঞানোদয়।

যদিও করেছ হেন অবস্থা আমার,
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার,
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন,
তথাচ মানব মন সদাই স্বাধীন।

ধর্ম্মেতে যে করে সাধু কর্ম্মের বিধান,
যে কর্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান,
সেই সাধু কর্ম্ম প্রতি মন যেন যায়
কুকর্ম্মেতে ঘৃণা হোক নরকের প্রায়!

অপার কৃপার গুণে যা দিয়াছ প্রভু,
অসন্তোষ তাহাতে না হয় যেন কভু,
তখন মানব রাখে ঈশ্বরের মান,
যখন সুখেতে ভুঞ্জে বিভু-দত্ত দান।

ক্ষুদ্র এই ধরাধামে তোমার কুশল,
হেন যেন নাহি ভাবি রয়েছে কেবল ;
মানুষের শুধু তুমি না করি বিচার,
যেহেতু সহস্র বিশ্ব চৌদিকে তোমার।

যেন এই বোধহীন অজ্ঞানের হাত,
পাপী বোধে কারে নাহি করে দণ্ডাঘাত ;
অভিশাপে যেন নাহি মন্দ করি তার,
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার।

ন্যায়-পথে থাকি যদি, কর দয়া দান,
চিরকাল করি যাতে সুখে অবস্থান ;
ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ।

তাহে যেন নাহি করি মিছা অহঙ্কার,
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ আমার ;
আর অসন্তোষ যেন তাহাতে না হয়,
আমারে যা দেও নাই ওহে জ্ঞানময়।

পর দুঃখে দুঃখী হতে কর উপদেশ,
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ;
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়, যেই দয়া চাই তব ঠাঁই।

নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব,
যে হেতু কৃপায় তব রয়েছি সজীব;
আমারে চালাও নাথ আপন অধীনে,
বাঁচি কিম্বা মরি আমি অদ্যকার দিনে।

অদ্য যেন অন্ন আর শান্তি লাভ হয়,
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে রয়,
দিতে হয় দাও, নয় কর নিবারণ,
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব হোক সম্পাদন।

সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন,
ধরা, সিন্ধু, শূন্য তব পবিত্র আসন;
করুক একত্রে এরা তব গুণ গান,
রাখুক সকলে মিলে তোমার সম্মান।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সমাপ্ত।

THE

POETICAL READER

NO. III.

COMPILED

BY

YADU GOPAL CHATTOPADHYAY.

TWENTIETH EDITION.

পদ্যপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রী যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

বিংশ সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE

AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS,

44, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITARY,

NO. 3, MIRZAPORE STREET.

1879.

সূচীপত্র।

মুখবন্ধ

ছন্দঃ প্রকরণ।

ছন্দঃ দুই প্রকার; মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর।

চারি চরণের কোন চরণের শেষ স্থিত শব্দের সহিত যদি অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের মিল থাকে, তবে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে।

আর যদি চারি চরণের কোন চরণের শেষ স্থিত শব্দের সহিত অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের মিল না থাকে, তবে তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ অনেক গুলি। তন্মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত ও একাবলী এই কয়েকটী সচরাচর চলিত।

পয়ার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকে। যথা—

" মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়,
মনোহর বর, হরে দেখিবারে পায় ;
জটা জুট মুকুট, দেখিলা ফণী মণি,
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণী,
ছাই দিব্য চন্দন, বদন কোটি চাঁদ,--
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।"

পয়ার ছন্দে অষ্টম বর্ণের পর যতি পড়িবে, অনেকে এরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটি ভ্রম। এত অক্ষরের পর যতি পড়িবে এরূপ কোন নিয়ম করা যায় না। অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্বাস পতন করাই সুবিধা। কবিরা পয়ার রচনা কালে অষ্টম অক্ষরের পরে যতি পড়িতেই হইবে এরূপ কোন নিয়মের অধীন হন না। নিম্ন তিনটি চরণে চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি পড়ে।

" ভালে বিন্দু, বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন।" (১)
" কেন শাপ দিলি, ওরে বিটলা বামন ?" (২)
" চোর বিদ্যা বিচার, আমার নহে পণ।" (৩)

পয়ার ছন্দে চতুর্দ্দশ অক্ষর গ্রন্থনে নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(ক) যদি প্রথম শব্দটি দুই অক্ষরের হয় তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুটি দুই অক্ষরের অথবা একটি চারি অক্ষরের ও একটি দুই অক্ষরের হইবে। যথা—

" এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার, (১)
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার।" (২)

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"শুনি সাধুর বচন বলেন খুল্লনা।"

(খ) যদি প্রথম শব্দটি চারি অক্ষরের হয় তবে দ্বিতীয় শব্দটী চারি অক্ষরের অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুটি পরস্পর দুই বা তিন অক্ষরের হইবে। যথা—

"কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।" (১)

"সভাসদ তোমার ভারত চন্দ্র রায়।" (২)

"কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।" (৩)

নিম্নস্থ চরণদ্বয়ে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"পদাতিক দুরন্ত যমদূত সাক্ষাৎ।" (১)

"বকুলের তলে বিদগ্ধ বিনোদ বসে।" (২)

যদি প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুটি দুই অক্ষরের হয়, তবে তৃতীয় শব্দটি হয় চারি অক্ষরের হইবে, না হয় তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ দুটি পরস্পর দুই বা তিন অক্ষরের হইবে।

"শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।" (১)

"আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃ বেশে।" (২)

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"শ্বেত পীত হরিত লাল নীল বরণ।"

(গ) যদি প্রথম শব্দটি তিন অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় শব্দটিও তিন অক্ষরের হওয়া উচিত; যথা

"ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়,

"লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে তাড়ায়।"

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"দুর্ব্বলা স্নান করিলা বসিলা ভোজনে।"

পয়ারের দুই চরণে শ্লোক শেষ হইত। ইদানীং চারি চরণে শ্লোক শেষ করিবার নিমিত্ত কোন কোন কবিতায় প্রথম দুই চরণে মিল থাকে না, প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল থাকে। অথবা প্রথম ও চতুর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে। যথা—

"অন্যভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে,
বিপুল বিক্রমে যদি করে আক্রমণ,
হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাহারে
পেতৃত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।" (১)

"প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লয়ে থাল,
পারিতে উদ্যান-সার সুরসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে,
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা।" (২)

কোন কোন কবিতায় এইরূপ চারি চরণের পর পরস্পর মিত্রাক্ষর নিবদ্ধ দুই চরণ থাকে। যথা—

"লোচন আনন্দকর সুন্দর আনন,
অধর প্রবাল, দন্ত-মুকুতা গঞ্জিত;
নিন্দি ইন্দীবর নীল উজ্জ্বল নয়ন,
অর্দ্ধস্ফুট কথা গুলি অমিয় জড়িত—
—নবোদিত শশিকলা—একিরে অন্যায়!
অকালে করাল রাহু গ্রাসিস্ তাহায়?"

কোন কোন কবি পয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দশের অধিক অক্ষর গ্রন্থন করেন। যথা—

"মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে,
যেন নীলমনি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে।
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ!
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটা গুচ্ছ।" (১)
...দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার,
বসিয়া ঘেরিল তাঁরে তারাকারা এগার কুমার।
সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে,
রাজা পাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে।" (২)

ভঙ্গ-পয়ার।

ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণ আট অক্ষরে গ্রথিত হয় ও তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল পয়ারের মত। যথা—

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়,
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ,
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ।"

ত্রিপদী।

ত্রিপদী ছন্দে তিনটী করিয়া পদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও

দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল থাকে, তৃতীয় পদটি যুগ্মচরণের তৃতীয় পদের সহিত মিলে।

ত্রিপদী লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু-ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে কুড়িটি অক্ষর থাকে; তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয়টি করিয়া বারটি এবং তৃতীয় পদে আটটি অক্ষর থাকে। যথা—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সর গণের বাস।"

কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল থাকে না। যথা—

"রতি কহে, আহা! তুমি ইন্দুবালা
দানব কুলের মণি!
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি!"

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদী।

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদী প্রথম চরণে দুই পদ থাকে। ঐ দুইটি পদ আটটি করিয়া অক্ষরে সম্বদ্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্মচরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল লঘু-ত্রিপদী। যথা—

"ওরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু,
কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু!"

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ছাব্বিশটী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটি করিয়া ষোলটি ও তৃতীয় চরণে দশটি থাকে। যথা—

"জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর,
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরী ভার, তাহে মালতীর হার,
ভ্রমর ভ্রমরী কল গায়।"

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুই পদ থাকে। ঐ দুইটি পদ দশটি করিয়া অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্মচরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী। যথা—

"হায় হায় কি কব বিধিরে,
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে,
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়ে লয় সুখের নিধিরে!"

চৌপদী।

চৌপদীর প্রত্যেক চরণে চারিটি পদ থাকে; তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে পরস্পর মিল থাকে, চতুর্থ পদটি যুগ্ম চরণের চতুর্থ পদের সহিত মিলে।

চৌপদী লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু চৌপদীর প্রথম তিনটি পদে ছয়টি করিয়া আঠারটি অক্ষর থাকে। চতুর্থ পদটিতে পূর্ব্ব পদত্রয় হইতে ন্যূন অক্ষর থাকে, কয়টি ন্যূন থাকে তাহার স্থিরতা নাই—কবিরা ইচ্ছা মতে চতুর্থ পদে পাঁচটি হইতে দুইটি অক্ষর পর্য্যন্ত নিবদ্ধ করেন। যথা—

কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর,
বিবেচনা কর, কি তরুতলে।
শিখরী অচল এ দেখি সচল,
শশাঙ্ক সবল, সকলে বলে। (১)

"হে বহু ভাষিণি, দৈত্য বিনাশিনি,
যুদ্ধ বিলাসিনি ত্রাহি শিবে!
হে মৃদু ভাষিণি, ঘোর নিনাদিনি,
তারয় ভাবিনি, মাংহি ভবে।"...(২)

"সাজিল যখন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ, চলিল।
শির'পরে তাজ, যত তিরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ, বলিল।"... ...(৩)

"কুসুমের ভার, রাখে চারি ধার,
কি কহিব তার, শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মূরতি,
রতিপতি মতি- লোভা।" (৪)

দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম তিন পদে সচরাচর আটটি করিয়া অক্ষর থাকে (কখন কখন আটটির অধিকও থাকে, দুয়ের উদাহরণ দেখ) চতুর্থ পদটিতে ন্যূন অক্ষর থাকে। যথা—

"প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই,
উঠে চল যাই সই, কি হইবে থাকিলে।
তবেত হইবে সুখ, হেরিব তাহার মুখ,
সহিব এতেক দুখ, প্রাণে সখি বাঁচিলে।" (১)

"দোঁহার আধ আধ আধ শশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী,
আধই চারু কবরী রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মনিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরী রে" ... ... (২)

ললিত।

ললিত ছন্দঃ চৌপদীর মত চারিপদ বিশিষ্ট; তবে প্রভেদ এই চৌপদীর প্রথম তিন পদে পরস্পর মিল থাকে, ললিত ছন্দের কেবল প্রথম দুই পদে মিল থাকে, তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে।

এই ছন্দও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার। যথা—

দীর্ঘ-ললিত।

"নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না;
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্যদিকে ধায় না।"

লঘু-ললিত।

"নয়ন কেবল নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত-পাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।

একাবলী ছন্দঃ।

একাবলী ছন্দে একাদশ অক্ষর থাকে। যথা—

"পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে,
নাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে,
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর,

হাসেন অন্নদা মৃদুমধুর।
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে।"

কথন কথন একাবলী ছন্দেও প্রথম দুই চরণে মিল না থাকিয়া প্রথম তৃতীয়ে এবং দ্বিতীয় চতুর্থে মিল থাকে। যথা

"বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লববসনা শাখা সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশী ধ্বনি আজ নিকুঞ্জ বনে?
হায়, ওকি আর গীত গাইছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে।"

মিশ্রছন্দঃ।

অধুনা নানা ছন্দঃ মিশ্রিত করিয়া কবিতা লিখিবার প্রথা চলিত হইতেছে। যথা—

"যূথসহ, ছিলে তুমি স্বাধীন যখন,
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিতে চরণ!
নামিয়া হ্রদের জলে, পদ্মবনে পদে দলে,
কোমল মৃণাল ছিঁড়ে করিতে ভক্ষণ,
সে সুখ তোমার, করি, গিয়েছে এখন!" (১)

"ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ!
ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন!
আর কি এসবে সাধ আছে গো রাধার?" (২)

"হে বসুধে, জগৎ জননি!
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে!
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি রমণি!" (৩)

"ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহতো স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ; ধরিল কি ফুল সাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব;
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব! (৪)

এইরূপ বিমিশ্র ছন্দ গ্রন্থন কালে কবিগণ যে প্রত্যেক চরণই পয়ারাদির লক্ষণানুসারে রচনা করেন এরূপ নহে; তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কোন কোন চরণে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে অক্ষরের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—

"বাদলের বারি ধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত খান
অবিরত পড়িছে ধরায়।
হেন কালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন;
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য
অস্থির হইল সেনাগণ।" (১)

"এস এস সহচরিগণ,
এস সহচরিগণ!
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ।
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়া কেশ
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ।
ওরে সখি আজরে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
শুধিব জীবনদানে পতি প্রেম ঋণ।" (২)

"তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বরে,
অমর দর্প করিল চুর;
আরক্ত লোচন ঘন গরজন,
স্তব্ধ হইল অমরপুর;
সকরুণ স্বরে বীণা করে ধ'রে,
গাহিল,—"যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগৎ মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে!" (৩)

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পয়ার ছন্দের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষরের মাত্রায় রচিত হয়। পয়ারে চতুর্দ্দশ বর্ণের পর, মিলের অনুরোধে যতি পড়ে; অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে অনুরোধ নাই,

সুতরাং আবশ্যক না হইলে কোন বর্ণের পর যতি পড়ে না। যথা—

"কনক আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট হৈম শিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিক-গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস সরসে
সরস কমল-কুল বিকসিত যথা।"

পয়ার ছন্দে চতুর্দশ অক্ষর গ্রন্থনে যে নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় সেই নিয়মগুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। ক্বচিৎ দুই এক স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে শুতিকদোষ হয় না। যথা—

"ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসন;
যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরব! ... ... "—(১)
"দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া-
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
ঊষা! ... ... "—(২)

অলঙ্কার।

মনুষ্য-শরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া যেমন বলয়, হার প্রভৃতিকে অলঙ্কার কহা যায়, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গ স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদক ধর্ম্ম বিশেষকে অলঙ্কার কহা গিয়া থাকে।

অলঙ্কার দুই প্রকার, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত শব্দালঙ্কার প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রধান।

অনুপ্রাস।

উচ্চারণ বৈষম্য হইলেও শব্দের বর্ণ-গত সাম্যকে অনুপ্রাস কহে। যথা—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে;
অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে।
জ্ঞান হারা; তারাকারা ধারা শত শত;
গোযুগে গলিত ধারা, তৃষ্ণা নিষ্ঠা গত।
বিগলিত কুন্তল—জলদ পুঞ্জ ছটা;
নিরানন্দ, গতি মন্দ জিনিয়া বরটা।
ভূপ উপ উপনীত মলিন বদন,
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণী ভূষণ—

বিমল কমল মুখ ম্লান কেন করে,
অদ্য কান্তে, কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে ?

যমক।

ভিন্নার্থ-বোধক বর্ণ সমূহের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। প্রয়োগ ভেদে যমকের তিন প্রকার ভেদ হইয়াছে—আদ্য মধ্য ও অন্ত্য যমক।

আদ্য-যমক।

" সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, মুখকমলজ,
কি রূপ! কি রূপ করি কৈল কমলজ!"

মধ্য-যমক।

"পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা।"

অন্ত্য-যমক।

" আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি.
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগো আমি চিনি!
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল;
সুলভ দেখেনু হাটে—নাহি যায় ফল।"

শ্লেষ।

যে স্থলে এক বা ততোধিক শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথায় শ্লেষ অলঙ্কার হয়; যথা—

" অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার, কপালে আগুন!
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবন স্বরূপা, সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। "

এই উদাহরণে গুণ, কু, তরঙ্গ, পাষাণ প্রভৃতি শব্দগুলি শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থ ঘটিত।

" অর্দ্ধেক বয়স রাজা, এক পাটরাণী,
পাঁচপুত্র নৃপতির সবে যুবজানি। "

যুবজানির দুই অর্থ হয়; একটী অর্থ যুবতী পত্নীর স্বামী আর একটী যুবা বলিয়া জানি।

অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কার অনেক গুলি। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে গুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এ স্থলে কেবল সেই গুলির নাম ও লক্ষণ লিখিত হইল।

উপমা।

এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে। যথা—

"কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
মৃত প্রায় পর-পরশনে ।—(১)

"... ...শুখাইল অশ্রু বিন্দু, যথা
শিশির নীরের বিন্দু শতদল দলে,
উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।"—(২)

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান ও যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় কহে।

একটি উপমেয়ের অনেক গুলি উপমান থাকিলে মালোপমা কহে। যথা—

"যথা দুঃখী দেখি দ্রবিণ প্রবীণ-চিত হয়;
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়;
যথা চাতকিনী কুতকিনী ঘন-দরশনে;
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে!
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে;
তথৈ তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

রূপক।

সাদৃশ্য হেতু প্রস্তুত বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর আরোপ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে। রূপক বোধের নিমিত্ত "রূপ" বা "স্বরূপ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল।"

রূপক অলঙ্কারস্থলে সমাস হইলে রূপ শব্দের লোপ হইয়া যায়। আর প্রায়ই অনেক স্থলে রূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় না; তথায় রূপ শব্দটী আছে এই রূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। যথা—

"শান্তির সরসী মাঝে, সুখ সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়, বিদ্রোহ-বারিদ চয়,
আর যেন বিষ না বরিষে॥"

"........শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি ধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!"

উৎপ্রেক্ষা।

যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, সেই স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যথা—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাচল শিরে;
অভ্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণ দর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন ঊর্দ্ধ-বাহু সদা শুভ্রবেশ ধারী
নিমগ্ন তপঃ সাগরে ব্যোমকেশ শূলী।"

এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুই ভাগে বিভক্ত;—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। "যেন" "বুঝি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়, আর যে স্থলে যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না থাকে অথচ উহা বুঝিয়া লইতে হয়, তথায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলা যায়।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পীদের
জীয়াইলা ভুবন মোহিনী বরাঙ্গনা—
প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে!"

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

"—সুন্দর হেন সময়,
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়।"

ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

সাদৃশ্য হেতু এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি প্রতিভা * দ্বারা উত্থাপিত হইলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। যথা—

"...............রথ চূড়া পরে,
শোভিল দেব পতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারি দিগে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি মদে মাতি,
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর সুন্দরী।"

কিন্তু বাস্তবিক ভ্রান্তিস্থলে এই অলঙ্কার হয় না। যথা—

"স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন,
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে,
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে।"

এই স্থলে, ময়দানব নির্ম্মিত সভাগৃহের প্রাচীর-সংবদ্ধ-স্ফটিকে দুর্য্যোধনের যে বাস্তবিক দ্বার-ভ্রম হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত না হওয়াতে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইল না।

---

* প্রতিভা—কবিকল্পনা।

নিদর্শনা।

সাদৃশ্য হেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিম্বা কার্য্য আরোপিত করা যায় তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমর বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

বিধাতা যথার্থ ফুল দল দিয়া শাল্মলী তরু ছেদন করেন নাই; অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ আছে। বিধাতার উপরে এই কার্য্য কেবল সাদৃশ্য প্রতিপাদন জন্য আরোপিত হইয়াছে, কেননা ভিখারি রাঘব কর্ত্তৃক বীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধরের নিহনন, ফুল দল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদনের ন্যায়।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

যে স্থলে দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়, অথচ উভয়ের কার্য্য একরূপ নহে, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি! চাঁদে কৈল রাহুর আহার।"

বিভাবনা।

যে স্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয় তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"সেই কামিনীর মধ্যদেশ বিনা প্রযত্নে ক্ষীণ, লোচনদ্বয় শঙ্কা ব্যতিরেকেও চঞ্চল ও শরীর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইলেও মনোহর হইয়া উঠিল।"

এই উদাহরণে মধ্যদেশের ক্ষীণতা, লোচনের চাঞ্চল্য এবং শরীরের মনোহারিতা এই তিনটি কার্য্যের কারণ যৌবন; কিন্তু তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই।

কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না; বিভাবনা অলঙ্কার স্থলে কারণটি অনির্দ্দিষ্ট থাকে।

ব্যতিরেক।

যেস্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনতা অথবা আধিক্য প্রতীত হয় তথায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,
পদ নখে পড়ে তার আছে কতগুলা!"

সমাসোক্তি।

যেস্থলে সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ দ্বারা কোন প্রস্তুত বিষয়ে অন্য বস্তুর ব্যবহার সম্যক্ রূপে আরোপিত হয় তথায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"হায় রে! তোমারে কেন দোষি ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে, তুমি রাজরাণী,
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে! তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি!
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি।"

এই স্থলে যে কামিনী সখী সঙ্গিনী হইয়া পতি পাশে গমন করেন তাঁহার সেই ব্যবহার যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।

পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপ গুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলে। যথা—

"উঠ হে পথিক বর, ভাবুক প্রবর,
ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।
অই দেখ গোধন মহিষ মেষ দলে,
ছায়া হেতু দলে দলে তরু তলে চলে।
গোষ্ঠ ত্যজি হাম্বারবে উচ্চে পুচ্ছ তুলে
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষমূলে।
প্রখর ভানুর করে প্রবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।
মেদিনীর মৌনব্রত—স্তব্ধ সমুদয়,
কেবল সমীর ধীর ধীরে ধীরে বয়;—

কেবল মরাল দল করি মদকল,
সন্তরে বিহরে যথা বিকচ কমল
কেবল বিটপী বটে বসে বিহগ
আলাপিছে মৃদু তান সহ নানা খগ।"

প্রাচীন কবিরা স্বভাবোক্তি অলঙ্কার প্রিয় ছিলেন। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ যে সমস্ত কাব্য ও নাটকাদি লিখিয়া গিয়াছেন তৎসমস্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পূর্ণ।

উল্লেখ অলঙ্কার।

এক মাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার। যথা—

"বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।"

দীপক।

যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয় বিষয়ের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ও যে স্থলে অনেক ক্রিয়ার এক কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় দীপক নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় বলদর্পে দর্পিত হইয়া জগতের পীড়ন করিতেছে, সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামী হয়।"

এই উদাহরণে প্রস্তাবিত 'মিথুন' প্রভৃতি এবং অপ্রস্তাবিত সাধ্বী স্ত্রী এই উভয়ের এক অনুগমন রূপ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

"—হায় সখি কেমনে বর্ণিব,
সে কান্তার কান্তি আমি ?........
অজিন (রঞ্জিত আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি ;
নব লতিকার, সতি ! দিতাম বিবাহ
তরু সহ।"

এখানে এক আমি কর্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয় দেখা যাইতেছে।

অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

মুখ হইতে মধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে এই অর্থে "চন্দ্র হইতে সুধা বর্ষণ হইতেছে" বলিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার,
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার,
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে,
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে!"

অর্থান্তরন্যাস

যে স্থলে সাধারণ ঘটনা দ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ের অথবা বিশেষ ঘটনা দ্বারা সাধারণ বিষয়ের দৃঢ়তা সমর্থিত হয়, তথায় অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার হয়। যথা—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন;
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন?" (১)

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম।
চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে।"—(২)

অপহ্নুতি।

প্রকৃত বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপের নাম অপহ্নুতি।
যথা—

"ও নহে আকাশ, নীল নীর-নিধি হয় ;
ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয় ;
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত ফণিধর ;
ও নহে কলঙ্ক, তাহে শয়িত কেশব।"

ব্যাজস্তুতি।

যেখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয় তথায় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথা-

"সভাজন শুন জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান-জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান।
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম।"—(১)

এই স্থলে কবি নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা ও অমরতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়া স্তুতি করিতেছেন।

"বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে ;
আসিছেন রাম নিজ আলয়ে ;
শুনিয়া যতেক বালক দলে ;
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে ;
শুনহে কুমার, তোমারি আজ,
কুলের উচিত হইল কাজ ;
তব হে জনম অতি বিপুলে
জনম বিদিত অজের কুলে ;
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি।"

এই স্থলে অজ শব্দে ছাগ এবং জনকদুহিতা অ[illegible]হোদরা ঘটাইয়া স্তুতিচ্ছলে নিন্দা হইতেছে।